দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 23 JUN 1995
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৭

119

# ডাকসু নির্বাচন হবে কি ?

ডাকসু নিষ্ক্রিয় রয়েছে ৫ বছর। মাঝে-মধ্যে দু'একটি বিবৃতির মাধ্যমে প্যাডসর্বস্ব কার্যক্রমে সীমিত এখন। ডাকসুর নির্বাচিত সব ক'জন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট নেই ডাকসুর সাথে। অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্য, জাতীয় রাজনীতি বা অন্য পেশায় ব্যাপৃত হয়েছেন। কেউ বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। ক্যাম্পাসে আসেন কেউ কালে-ভদ্রে। ডাকসু কার্যকর না থাকায় অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি ক্যাম্পাসের কৃষ্টি, সাংস্কৃতিক ও মুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার পরিবেশে স্থবিরতা এসেছে। হল সংসদগুলোর অবস্থাও অনুরূপ।

সর্বশেষ ডাকসু নির্বাচন হয়েছিল ১৯৯০ সালের ৬ জুন। ডাকসুর ১ বছরের নির্ধারিত কার্যমেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৯৯১ সালে যথাসময়ে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র পেশ করা হয় নির্বাচনের অংশ হিসাবে। কিন্তু আকস্মিক এক অনাকাঙ্ক্ষিত সন্ত্রাসী ঘটনায় ডাকসু নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায়। এরপর কর্তৃপক্ষ আরো দু'বার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছিল। সন্ত্রাসী ঘটনার পুনরাবৃত্তির ফলে তা স্থগিত করা হয়। সর্বশেষ গত বছর ১২ই এপ্রিল নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হতে এ পর্যন্ত প্রায় ৩৪ বার ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে ১৯৭২-'৭৩ শিক্ষাবর্ষ হতে ১৯৭৯ পর্যন্ত ৭ বছর এবং ১৯৮২ সাল হতে ১৯৮৯ পর্যন্ত ৭ বছর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই। বর্তমানে ডাকসুর মেয়াদ ৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ আগামী আগস্ট মাসে ডাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার আভাস দিয়েছেন। এই লক্ষ্যে ছাত্র সংগঠনগুলোর সাথে কর্তৃপক্ষ কথাও বলতে চেয়েছে। ডাকসু নির্বাচনকে ঘিরে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে যথেষ্ট ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কোন কোন ছাত্র সংগঠন ইতিমধ্যে প্রাক-নির্বাচনী তৎপরতাও শুরু করেছে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী যারা ভর্তির পর হতে ভোটাধিকার প্রয়োগ হতে বঞ্চিত ছিল তারাও উজ্জীবিত হচ্ছে। বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ নির্বাচনকে ঘিরে নতুন করে ভাবছেন। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি ফজলুল হক মিলন। দৃঢ়ভঙ্গিতে বললেন, আমরা এই মুহূর্তেই ডাকসু নির্বাচন চাই। ক্যাম্পাসে এখন নির্বাচনের চমৎকার পরিবেশ বিরাজ করছে। ছাত্র-ছাত্রীদের ভোটাধিকার বঞ্চিত করে রাখার কোন যৌক্তিক অধিকার কর্তৃপক্ষের নেই। মিলন শীঘ্রই ডাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানান। একই সঙ্গে এই লক্ষ্যে ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর ইতিবাচক সহযোগিতা কামনা করেন। অতীতে ডাকসু নির্বাচন না হওয়ার জন্য তিনি ছাত্রলীগকে (শা-পা) দায়ী করেন। তিনি বললেন, মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে আমরা নির্বাচন চেয়েছিলাম। নির্ধারিত সময়ে আমরা মনোনয়নপত্র সাবমিট করি। কিন্তু ছাত্রলীগ পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নির্বাচন বানচাল করে দেয়। তারা পেশীশক্তিতে বিশ্বাস করে। ম্যান্ডেটে নয়। ছাত্রলীগের (শা-পা) প্রতি মিলনের আহবান, ছাত্রসমাজও গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন। ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপে এগিয়ে আসুন।

> *নির্বাচনের পূর্ব শর্ত হিসাবে প্রায় সবক'টি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ চান অস্ত্রবাজ, অছাত্রমুক্ত সুষ্ঠু-সুন্দর অনুকূল পরিবেশ এবং হলে হলে সব দলের কর্মীদের সহাবস্থান*

এনামুল হক শামীম। ছাত্রলীগের (শা-পা) কেন্দ্রীয় সভাপতি। বললেন, বর্তমান ডাকসু অনেক পূর্বেই তার কার্যকারিতা হারিয়েছে। ডাকসু এখন তোষামোদীর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। শামীম অচিরেই বর্তমান ডাকসু ভেঙ্গে দেয়ার দাবী জানিয়ে বলেন, ছাত্রলীগ নির্বাচনকে ভয় পায় না। তার মতে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং সরকারের আন্তরিকতা হীনতাই ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথে প্রধান অন্তরায়। শামীমের অভিযোগ, ক্যাম্পাসে নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ নেই। বর্তমানে হলগুলোতে সরকারী দলের ছত্রছায়ায় অস্ত্রধারীরা অবস্থান করছে। তাঁরা পুলিশের সামনে প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ঘুরছে। ছাত্রদল না করলে কেউ হলে অবস্থান করতে পারছে না। তার মন্তব্য, এ অবস্থায় ডাকসু নির্বাচন দিলে সে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। অজয় কর খোকন। ছাত্রলীগের (শা-পা) কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্বে আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সট্রা কারিকুলাম হিসাবে প্রতি বছর ডাকসু নির্বাচন হোক এটা তিনি একান্তভাবে চান। তবে খোকনের মতে, এজন্য যে পরিবেশ প্রয়োজন ক্যাম্পাসে তা নেই।

'ছাত্রলীগ (শা-পা) ও ছাত্রদলের আন্তরিকতার বৈপরিত্যের কারণে ডাকসু নির্বাচন হয় না'-এরকম অভিযোগ করলেন সাজ্জাদ জহীর চন্দন। ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক তিনি। ডাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হলে নির্বাচনে তাঁর সংগঠন অংশগ্রহণ করবে কী? এ প্রশ্নের জবাবে চন্দন বললেন, ক্যাম্পাসের পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবো কি-না।

তাঁর অভিযোগ, ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগের (শা-পা) আশ্রয়ে সন্ত্রাসীরা ছাত্রাবাসগুলো দখল করে রেখেছে। তারা ক্যাম্পাসের পরিবেশ বিনষ্ট করছে। তিনি হল থেকে ও দল থেকে সন্ত্রাসীদের বহিষ্কারের দাবী জানান। ছাত্রমৈত্রীর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন জিয়াউল হক জিয়া। ডাকসু নির্বাচন হবে কিনা এ ব্যাপারে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। জিয়ার মতে, ক্যাম্পাসে এখন নির্বাচনের পরিবেশ নেই। তবে তার বিশ্বাস বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্র সংগঠনগুলো আন্তরিক হলে যে কোন মুহূর্তে নির্বাচনী পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব। জিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সভা ডেকে সকল সংগঠনের সমঝোতার মাধ্যমে অবিলম্বে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দাবী জানান। নির্বাচনের পূর্ব শর্ত হিসাবে প্রায় সবক'টি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ চান অস্ত্রবাজ, অছাত্রমুক্ত সুষ্ঠু-সুন্দর অনুকূল পরিবেশ এবং হলে হলে সব দলের কর্মীদের সহাবস্থান সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান। তবে আশার কথা সাম্প্রতিক সময়ে ক্যাম্পাসের রণক্লান্ত সহিংস পরিবেশের শান্তিপূর্ণ উত্তরণ ঘটেছে। এই অবস্থায় সহাবস্থানের সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে কেউ কেউ সক্রিয় হচ্ছেন। ডাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ও ঐতিহ্য চেতনায় শাণিত হয়ে ডাকসু অব্যাহত গতিতে ক্রিয়াশীল হোক এটা প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর প্রাণের দাবী। ❑ আনোয়ার আল দীন



মিলন



শামীম

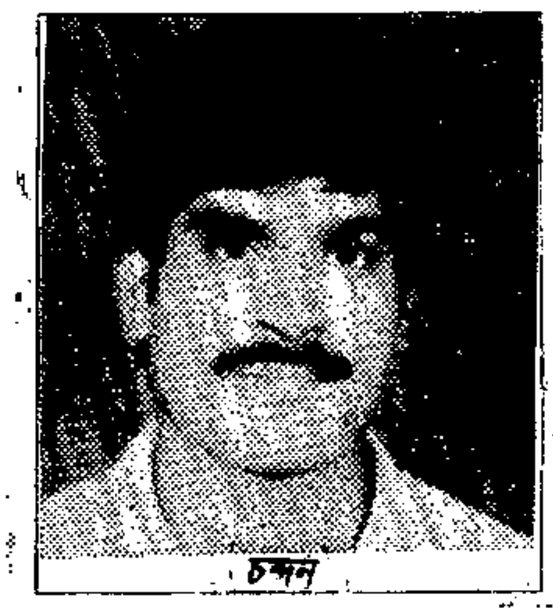



চন্দন

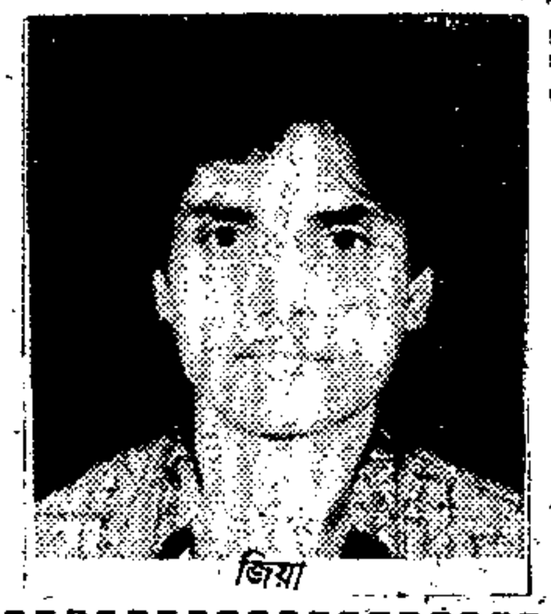



জিয়া